

তর্পণ বধি

পতিপক্ষে পুত্র কর্তৃক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হিন্দুধর্মে অবশ্য করণীয়. একটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানরে ফলেই মৃতরে আত্মা স্বর্গে প্রবশোধিকার পান। এই প্রসঙ্গে গরুড. পুরাণ গ্রন্থে বলা হয়ছে, “পুত্র বনি মুক্তি নাই।” ধর্মগ্রন্থে গৃহস্থদরে দেবে, ভূত ও অতিথিদরে সঙ্গে পতিতর্পণরে নরিদশে দেওয়া হয়ছে মার্কণ্ডয়ে. পুরাণ গ্রন্থে বলা হয়ছে, পতিগ্ণ শ্রাদ্ধে তুষ্ট হলে স্বাস্থ্য, ধন, জ্ঞান ও দীর্ঘায়ু এবং পরশিষে উত্তরপুরুষকে স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদান করেন।

বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যাঁরা অপারগ, তাঁরা সর্বপতি অমাবস্যা পালন করে পতিদায়. থেকে মুক্ত হতে পারনে। শর্মার মতে, শ্রাদ্ধ বংশরে প্রধান ধর্মানুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে পূর্ববর্তী তনি পুরুষরে উদ্দেশ্যে পণ্ড ও জল প্রদান করা হয়., তাঁদরে নাম উচ্চারণ করা হয়. এবং গোত্ররে পতিকে স্মরণ করা হয়। এই কারণে একজন ব্যক্তির পক্ষে বংশরে ছয়. প্রজন্মরে নাম স্মরণ রাখা সম্ভব হয়. এবং এর ফলে বংশরে বন্ধন দূত. হয়। ডরেক্সলে বশ্ববিদ্যালয়রে পুরাতাত্ত্বিকি উষা মনেনরে মতেও, পতিপক্ষে বংশরে বিভিন্ন প্রজন্মরে মধ্যে সম্পর্ককে সুদূত. করে। এই পক্ষে বংশরে বর্তমান প্রজন্ম পূর্বপুরুষরে নাম স্মরণ করে তাঁদরে শ্রদ্ধা নবিদেন করে। পতিপুরুষরে ঋণ হিন্দুধর্মে পতিমাতৃঋণ অথবা গুরুঋণরে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

..তর্পণ বধি..

স্নানাঙ্গ-তর্পণ স্নানান্তেই করতি হয়। স্নানান্তে পূর্বমুখে নদীতে নাভিমাত্র জলে দাঁড়াইয়া, যজ্ঞোপবীত বাম স্কন্ধে রাখিয়া তলিক ধারণ করবি।

তর্পণ শুরুতে আচমন ও বষ্ণু স্মরণ।

করজোড়েওঁ তদ বষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ।

দবীব চক্ষুরা ততম্।। ওঁ বষ্ণুঃ, ওঁ বষ্ণুঃ,।

এই মন্ত্ররে বষ্ণুকে স্মরণ করবিনে। আচমন পূর্ববক তনিবার নমো বষ্ণুঃ বলধি করজোড়ে বলবিনে।

নমঃ অপতিরোবা, সর্ববাবস্থাং গতৌপবি।

যঃ স্মরণে পুণ্ডরীকাক্ষং, স বাহ্যভ্যন্তরঃ শুচিঃ।

এই মন্ত্ররে বষ্ণু স্মরণ করবিনে।

।।তীর্থ- আবাহন মন্ত্র।।

যজ্ঞোপবীত ডান স্কন্ধে রাখিয়া দক্ষিণাভিমুখে করজোড়ে নম্নিলখিতি মন্ত্ররে তীর্থ- আবাহন করবিনে।

ওঁ নমঃ কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি ।

পুণ্যান্যতোনিতীর্থানিতর্পণ-কালে ভবন্তি ।।

।।দেবে-তর্পণ।।

পূর্বমুখে প্রথমদেবেতর্পণ করতি হয়। যজ্ঞোপবীত বাম স্কন্ধে রাখিয়া বামহস্ত ও দক্ষিণ হস্তরে অঙ্গুলির করজোড়ে তাম্রকোষ ধরে তলি ও তুলসি সহযোগে নম্নিলখিতি মন্ত্ররে প্রত্যেকেকে এক অঞ্জলি জল দবিনে।

সন্ধ্যা করতি না পারলি সর্ববশেষে সূর্য্যার্ঘ্য দবিনে।

দেবে-তর্পণওঁ ব্রহ্মা ত্প্যতাম্।। ওঁ বষ্ণুস্ত্প্যতাম্।।

ওঁ রুদ্রস্ত্প্যতাম্।। ওঁ প্রজাপতস্ত্প্যতাম্।।

এরপর নম্নিলখিত ন্ত্র পড়িয়া পূর্ববদকি মুখকরে এক অঞ্জলি জল তলি ও তুলসি সহযোগে প্রদান করবনে।

ওঁ নমঃ দবো যক্ষাস্তথা নাগা, গন্ধবরবাপ্সরসোহসুরাঃ।

করুরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ, তরবো জহিমগাঃ খগাঃ ॥

বদ্বিযাধরা জলাধারা-স্তথবৌকাশগামনিঃ ।

নরীহারাস্চ যো জীবাঃ পাপে-ধমরেম রতাস্চ যো ।

তযোং আপ্যায়নায়তৈৎ, দীয়তে সললিং ময়া ॥

বাংলা অনুবাদ□দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধবরব, অপ্সরা, অসুর, করুরস্বভাব জন্তু, সর্প, সুপর্ণ (গরুড়জাতীয় পক্ষী), বৃক্ষ, সরীসৃপ, সাধারণ পক্ষী, বদ্বিযাধর (কনির), জলচর, খচর, নরীহার (ভূতাদি) এবং পাপে ও ধর্মকার্যেরেত যত জীব আছে, তাহাদেরে ত্প্তরি জন্ম আমি এই জল দতিছি।

॥ মনুষ্য-তর্পণ॥

দক্ষণিবর্তে (ডানদকি ঘুরিয়া) , উত্তরপশ্চিম মুখে (বায়ুকোণে) নখিত হইয়া (যজ্ঞোপবীত মালার ন্যায় ঝুলাইয়া) নম্নিলখিত মন্ত দুইবার পাঠকরিয়া দুই অঞ্জলি তলি ও তুলসিযুক্ত জল দবিনে ।

ওঁ নমঃ সনকশ্চ সনন্দশ্চ, তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ।

কপলিশ্চাসুরশ্চৈব, বোতুঃ পঞ্চশখিস্তথা ।

সর্ববে তে ত্প্তমিয়ান্তু, মদততে-নাম্বুদা সদা ॥

বাংলা অনুবাদ□সনক, সনন্দ, সনাতন, কপলি, আসুরি, বোতু ও পঞ্চশখি প্রভৃতি সকলে মদতত জলে সর্বদা ত্প্তলিভ করুন।

॥ ঋষি-তর্পণ॥

এরপর দক্ষণিভমুখে পুনরায় পূর্ববাস্য হইয়া উপবীতি অবস্থায় দ্বৈতীর্থ দ্বারা প্রত্যেকেকে এক অঞ্জলি তলি-তুলসি যুক্ত জল দবিনে।

ওঁ মরীচিস্ত্প্যতাং, ওঁ অত্রিস্ত্প্যতাং, ওঁ অঙ্গরিস্ত্প্যতাং, ওঁ পুলস্তস্ত্প্যতাং,

ওঁ পুলহস্ত্প্যতাং, ওঁ করুতুস্ত্প্যতাং, ওঁ প্রচতোস্ত্প্যতাং, ওঁ বশিষ্ঠস্ত্প্যতাং,

ওঁ ভৃগুস্ত্প্যতাং, ওঁ নারদস্ত্প্যতাং।

॥ দ্বি-পতি-তর্পণ॥

বামদকি ঘুরিয়া দক্ষণি মুখে, পটৌ দক্ষণি স্কন্ধে লইয়া নম্নিলোক্ত সাতটি মন্ত্র পড়িয়া প্রত্যেকেকে এক অঞ্জলি সতলি জল দবিনে ।

1। ওঁ অগ্নিস্ত্প্যতাং পতিরস্ত্প্যন্তা- মতেং সতলি-গঙ্গোদকং তভ্যঃ স্বধাঃ ।

2। ওঁ সৌম্যাং পতিরস্ত্প্যন্তা- মতেং সতলি-গঙ্গোদকং তভ্যঃ স্বধাঃ ।

3। ওঁ হবিস্ত্প্যতাং পতিরস্ত্প্যন্তা- মতেং সতলি-গঙ্গোদকং তভ্যঃ স্বধাঃ ।

4। ওঁ উষ্মপাং পতিরস্ত্প্যন্তা- মতেং সতলি-গঙ্গোদকং তভ্যঃ স্বধাঃ ।

5। ওঁ সুকালনিং পতিরস্ত্প্যন্তা- মতেং সতলি-গঙ্গোদকং তভ্যঃ স্বধাঃ ।

6। ওঁ বরহিষিঃ পতিরস্ত্প্যন্তা- মতেং সতলি-গঙ্গোদকং তভ্যঃ স্বধাঃ ।

7। ওঁ আজ্যপাং পতিরস্ত্প্যন্তা- মতেং সতলি-গঙ্গোদকং তভ্যঃ স্বধাঃ ।

॥ যম- তর্পণ॥

নম্নিলখিত মন্ত্রস্থ নামগুলির প্রত্যেকেরে যথাক্রমে পতিতীর্থদ্বারা দক্ষণি-মুখে প্রাচীনাবীতি হইয়া ওঁ যমায় নমঃ বলিয়া এইভাবে তিনি অঞ্জলি করিয়া স-তলি জল দবিনে

।□

ওঁ নমঃ যমায় ধৰ্ম্মরাজায়, মৃত্যবে চান্তকায় চ, বৈবস্বতায় কালায়, সৰ্ব্বভূতক্షয়ায় চ ।

ওঁ ডুম্বরায় দধ্নায়, নীলায় পরমেষ্টিনি, বৃকোদরায় চত্রায়, চত্রিগুপ্তায় বৈ নমঃ ।।

।। পতি- আবাহন।।

তৰ্পণ সমাপ্তি পর্যন্ত দক্ষিণ মুখে প্রাচীনাৰীতী অবস্থায় পরম ভক্তসিহকারে
করপুটে বলবিনে –

ওঁ আগচ্ছন্তু মং পতিরঃ ইমং গৃহণন্ত্বপোহঞ্জলিং । (গৃহণন্তু অপঃ অঞ্জলিং)

বাংলা অনুবাদ— হে আমার পতিগণ (পূর্ববপুরুষগণ) আসুন, এই অঞ্জলি পরমিতি জল
গ্রহণ করুন।

□□□

আবাহনরে পরে পতিতীর্থযোগে নম্নিলখিত প্রকারে গটাত্র, সম্বন্ধ ও নাম উল্লেখ
করতঃ ভক্তসিহকারে পতি, পতিমহ, প্রপতিমহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ,
মাতা, পতিমহী, প্রপতিমহী, এই নয়জনরে প্রত্যেকেকে তনি অঞ্জলিকরিয়া সতলি জল
দবিনে, মন্ত্রও যথাক্রমে তনিবার পঠি করবিনে ।

পরে মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী, প্রভৃতিকে এক এক অঞ্জলি জল দিয়া,
গুরু, জ্যেষ্ঠা, খুড়া, বমিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, জ্যেষ্ঠী, খুড়ী, পসি, মাসী, মাতুল, মাতুলানী,
শ্বশুর, শাশুড়ী, ভগ্নপতি, জ্ঞাত, প্রভৃতি প্রত্যেকেকে এক অঞ্জলি সতলি-জল ।
গঞ্জাজলে তৰ্পণ করলি “ এতৎ সতলি-গঞ্জগোদকং ” বলবিনে নচৎ সতলিগোদকং বলতি
হইবে ।

বষ্ণুরোঁ অমুক গটাত্রঃ পতি অমুক দেবশর্মা তৃপ্যতামতেৎ সতলিগঞ্জগোদকং তস্মৈ
স্বধা।

” ” ” পতিমহ ” ” ” ” ” ”
” ” ” প্রপতিমহ ” ” ” ” ” ”
” ” ” মাতামহ ” ” ” ” ” ”
” ” ” প্রমাতামহ ” ” ” ” ” ”
” ” ” বৃদ্ধপ্রমাতামহ ” ” ” ” ” ”
” ” গটাত্রা মাতা অমুকী দেবী ” ” ” ”
” ” ” পতিমহী ” ” ” ” ” ”
” ” ” প্রপতিমহী ” ” ” ” ” ”
” ” ” মাতামহী ” ” ” ” ” ”
” ” ” প্রমাতামহী ” ” ” ” ” ”
” ” ” বৃদ্ধপ্রমাতামহী ” ” ” ” ” ”

বশিষে উল্লেখযোগ্য এই যে উপরিলখিত দ্বাদশ জনরে কহে জীবতি থাকলি তাঁহাকে
বাদদয়ি তৎ-উর্দ্ধব্রতন ব্যক্তিকে ধরিয়া দ্বাদশ সংখ্যা পূরণ করতি হইবে ।

অতঃপর নম্নিলখিত মন্ত্র পাঠ পূর্বক অঞ্জলিত্রয় সতলি জল, জলাভাবে একবার
মাত্র সতলি জল দবিনে, যথা— ওঁ নমঃ অগ্নিদেবদগ্ধাশ্চ যৎ জীবা, যৎ পৃথগ্ধাঃ কুলে মম
।

ভূমৌ দত্তনে তৃপ্যন্তু, তৃপ্তা যান্ত পরাং গতং ।।

বাংলা অনুবাদ— আমার বংশে যে সকল জীব অগ্নিদেবদগ্ধ হইয়াছেন, (অর্থাৎ
যাঁহাদের দাহাদিসংস্কার হইয়াছে) এবং যাঁহারা দগ্ধ হন নাই (অর্থাৎ কহেই তাঁহাদের
দাহাদিসংস্কার কার্য্য করনাই) তাঁহারা তৃপ্ত হউন ও স্বর্গ লাভ করুন ।

ওঁ নমঃ যং বান্ধবা অবান্ধবা বা, যং অন্য জন্মনি বান্ধবাঃ ।

তং ত্পতিং অখিলাং যান্ত, যং চ অস্মৎ তোয়-কাঙ্খণিঃ ॥

বাংলা অনুবাদ—যাঁহারা আমাদের বন্ধু ছিলেন, এবং যাঁহারা বন্ধু নহেন, যাঁহারা জন্ম-জন্মান্তরে আমাদের বন্ধু ছিলেন, এবং যাঁহারা আমাদের নিকট হইতে জলরে প্রত্যাশা করেন , তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ত্পতিলিভ করুন ।

॥ ভীষ্ম- তর্পণ ॥

ইহা ‘‘পতি- তর্পণের’’ পরে করবিনে এবং পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করবিনে।
যথা□

ওঁ নমঃ বয়োগ্রপদ্য- গোত্রায়, সাঙ্কৃতপ্রবরায় চ ।

অপুত্রায় দদাম্যতেৎ সললিং ভীষ্মবর্ম্মণে ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উক্তরূপে এক অঞ্জলি সতলি- গঙ্গগোদক দবিনে এবং পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করবিনে । যথা□ ওঁ নমঃ ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ , সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

আভরিদ্ভি- রবাপ্নোতু, পুত্র-পটৌচতিং ক্রিয়াং ॥

বাংলা অনুবাদ□ বয়োগ্রপদ্য যাঁহার গোত্র, সাঙ্কৃতি যাঁহার প্রবর, সেই অপুত্রক ভীষ্মবর্ম্মাকএ এই জল দতিছে।

শান্তনু-তনয় বীর, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ভীষ্মবর্ম্মা এই জল দ্বারা পুত্র-পটৌচতি তর্পণাদিক্রিয়া-জনতি ত্পতিলিভ করুন ।

॥ রাম-তর্পণ ॥

সম্পূর্ণ তর্পণে অশক্ত হইলে , এই তর্পণ করতে হয় । বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র এই মন্ত্রে তর্পণ করতিনে ।

তনিবার জল দবিনে, গঙ্গাজলে তর্পণ করলি তোয়নে স্থলে গঙ্গগোদকং বলবিনে । এর পরে এই মন্ত্র □

ওঁ নমঃ আ-ব্রহ্মভুবনাল্লোকা, দেবর্ষি-পতি-মানবাঃ ,

ত্প্যন্তু পতিরঃ সর্ব্বে , মাতৃ-মাতামহাদয়ঃ ।

অতীত-কুলকোটীনাং, সপ্তদ্বীপ-নবাসিনাং ।

ময়া দত্তনে তোয়নে, ত্প্যন্তু ভুবনত্ৰয়ং ॥

বাংলা অনুবাদ— ব্রহ্মলোক অবধি যাবতীয় লোক সমীপে অবস্থতি জীবগণ , (যক্ষ, নাগাদি) , দেবগণ, (ব্রহ্মা , বিষ্ণু, শিবি প্রভৃতি) , ঋষিগণ (মরীচি, অত্রি, অঙ্গরিাদি), পতিগণ (দ্রিয- পতিগণ অর্থাৎ অগ্নিষ্বাত্তাদি), মনুষ্যগণ (সনক, সনন্দ প্রভৃতি), পতি-পতিমহাদি এবং মাতামহাদি সকলে ত্পত হউন ।

আমার কেবল এক জন্মের নহে এবং কেবল আমারও নহে , আমার বহুকোটকিল, বহু জন্মান্তরে গত হইয়াছেন, সেই সেই কুলের পতি-পতিমহাদি, ও সপ্তদ্বীপবাসী (জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর, এই সপ্তদ্বীপ) সমুদয় মানবগণের পতি-পতিমহাদি এবং ত্রিভুবনের যাবতীয় পদার্থ (স্থাবর-জঙ্গমাদি) আমার প্রদত্ত জলে ত্পত হউক ।

॥ লক্ষণ-তর্পণ ॥

রাম-তর্পণেও অশক্ত হইলে সকলে এই তর্পণ করবিনে, কারণ বনবাসকালে রাম ও সীতার শূশ্রুষায় নিযুক্ত থাকায় সময়ভাবে, লক্ষণ এই বলিয়া তর্পণ করতিনে । তনিবার সতলি জল দলিই হবে ।

বলতে হবে□ওঁ নমঃ আব্রহ্মস্বতস্বপর্য্যন্তং জগৎ ত্প্যতু ।

বাংলা অনুবাদ□ব্রহ্মা হইতে ত্ৰণ পর্ষ্যন্ত জগৎ , জগতরে লোককে, স্থাবর জঙ্গমাদি, সকলে ত্প্ত হউক ।

।। বস্ত্র-নষ্পীড়নোদক ।।

স্নানরে পরে বস্ত্র নংড়ানো জল পয়ে দতি নাই, যহেতৌ বস্ত্র নংড়ানো জলে যাঁহাদরে কহে কথোও নাই তাঁহাদরে তর্পণ করতি হয়।

যথা□ঔ নমঃ য়ে চাস্মাকং কুলে জাতা, অপুত্রা-গোত্রণি মৃত্যঃ ।

ততে ত্প্যন্তু ময়া দত্তং, বস্ত্র-নষ্পীড়নোদকং ।।

বাংলা অনুবাদ□যাঁহারা আমাদের বংশে জন্মিয়া পুত্রহীন ও বংশহীন হইয়া গত হইয়াছেন, তাঁহারা মদত্ত বস্ত্র-নংড়ানো জলে ত্প্ত হউন ।

উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া জল হইতে তীরে উঠিয়া স্থলে একবার মাত্র বস্ত্র নংড়ানো জল দবিনে ।

।। পতিস্তুতি ।।

ঔ নমঃ পতি-স্বর্গঃ পতি-ধর্ম্মঃ, পতিহি পরমং তপঃ ।

পতিরি প্রীতি-মাপননে, প্রীয়ন্তে সর্ব্ব-দেবতা ।।

বাংলা অনুবাদ□(স্তুতি) পতিই স্বর্গ, পতিই ধর্ম্ম, পতিই পরম তপস্যা (অর্থাৎ পতি সর্বোই তপস্যা) পতি প্রসন্ন হইলে সকল দেবতাই প্রীত হন ।

।। পতিপ্রণাম ।।

ঔ নমঃ পতিন্মস্যে দবি য়ে চ মূর্ত্তাঃ,

স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসিন্ধৌ ।

প্রদানশক্তাঃ সকলপ্ৰসাদিনাং, বম্মিক্তিদি য়েহেনভসিংহাতষৌ ।।

বাংলা অনুবাদ□যাঁহারা স্বর্গে মূর্ত্তাধারণ করিয়া বরাজ করতিছেন, যাঁহারা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করেন, অভীষ্ট-ফলেরে কামনা করিলে যাঁহারা সকল বাঞ্ছা-ফল দান করতি সমর্থ এবং কোন ফলেরে কামনা না করিলে যাঁহারা মুক্তিপ্রদান করেন , সেই পতিগণকে প্রণাম করি ।

।। সূর্য্যার্ঘ্য ।।

সূর্য্যদেবের উদ্দেশে পূর্ব্বদিকে মুখ করে একবার জল দবিনে ।

ঔ নমো বরিস্বতে ব্রহ্মণ, ভাস্বতে বষ্ণু তজসে ।

জগৎসবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কর্ম্মদায়ণি, ইদমর্ঘ্যং ঔ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ।।

বাংলা অনুবাদ— হে পরম ব্রহ্মস্বরূপ সবিত্রিদিবে ! আপনিতজস্বী, দীপ্তমিন ; বশ্বিষ্যাপী তজেরে আধার, জগতরে কর্ত্তা, পবিত্র, কর্ম্মপ্রবর্ত্তক; আপনাকে প্রণাম করি ।।

।। সূর্য্য-প্রণাম ।।

ঔ নমঃ জবাকুসুম-সংকাশং, কাশ্যপয়েং মহাদ্যুতিং ।

ধ্বান্তারি সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মদিদিকরণং ।।

বাংলা অনুবাদ□জবাফুলেরে ন্যায় রক্তবর্ণ, কাশ্যপরে পুত্র, অতশিয় দীপ্তশালী, তমোনাশী, সর্ব্বপাপ নাশকারী দিকরককে প্রণাম করি ।।

।। অচ্ছদিবধারণ ।।

অর্থাৎ য়ে কর্ম্ম করা হইল, তাহা য়ে অচ্ছদির অর্থাৎ ছদিরহীন, নরিদোষ হইল সেই বসিয়ে অবধারণ করাকে (নিশ্চয় করাকে) অচ্ছদিবধারণ বলে । সুতরাং করজোড়ে বলবিনে□

ঔ কৃত্তৈং তর্পণকর্ম্মাচ্ছদির্ম্মস্তু ।।

।। বগৈণ্ণ্য-সমাধান ।।

অচ্ছদ্বিরাবধারণে পরে বগৈণ্ণ্য-সমাধান করিতে হয় । বামহস্তে সংযুক্ত দক্ষণ হস্তে জল, হরীতকী, কুশ স্পর্শ করিধা (নদীতে তর্পণ করিলি, কেবল জল স্পর্শ করবিনে), তারপরে বলবিনে□

বষ্ণুরণৌ তৎসৎ অদ্য অমুক মাসে অমুক পক্ষে অমুক তথিটো অমুক গটাত্ৰঃ শ্রী অমুক দবেশর্মা কৃতহেহস্মন্নি তর্পণকর্মণষিদ্‌বগৈণ্ণ্যং জাতং তদদোষ প্রশমনায় শ্রীবষ্ণু স্মরণম্‌হং করষ্যে । এরপরে নচিরে মন্ত্র দশবার জপ করবনে□-

ওঁ তদ্‌ বষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তিসূরয়ঃ । দবীব চক্ষুরাততং । ওঁ বষ্ণুঃ , ওঁ বষ্ণুঃ , ওঁ বষ্ণুঃ বলিধা দশবার জপ করবিনে ।

